কালের কণ্ঠ

তারিখ 19.NOV.2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

যশোর ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরির বিশাল সংগ্রহশালায় কয়েকজন পাঠক। ছবি : ফিরোজ গাজী

টিমটিম করে জ্বলছে প্রথম লাইব্রেরি

ফখরে আলম, যশোর ▷

খোলা তাকে থরে থরে সাজানো দুর্লভ সব বই। কিন্তু যাদের উদ্দেশে সাজানো, সেই পাঠকই নেই। পাঠক বাড়াতে নানা উদ্যোগও নিয়েছে যশোর ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ; কিন্তু সুফল মিলছে না।

১৮৫০ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাক্ট পাস হয়। পরের বছর পশ্চিমবঙ্গের

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৬

টিমটিম করে জ্বলছে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

মেদিনীপুর জিলা স্কুলে প্রধান শিক্ষক রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে উপমহাদেশের প্রথম গণপাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। ওই বছরই যশোরে প্রতিষ্ঠিত হয় এ দেশের প্রথম গণপাঠাগার। ১৯২৮ সালে যশোর ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর এ পাঠাগারটি ইনস্টিটিউটের অঙ্গসংগঠন হিসেবে নতুন করে যাত্রা শুরু করে।

বর্তমানে যশোর ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরিতে প্রায় ৮০ হাজার বই রয়েছে। লাইব্রেরির পুরনো দোতলা ভবনের নিচতলায় রয়েছে বই ইস্যু বিভাগ আর পত্রিকা পড়ার স্থান। ওপর তলায় শিশু চিত্তবিনোদন কেন্দ্র। নতুন ভবনে প্রফেসর শরীফ হোসেনের উদ্ভাবিত 'বই ব্যাংক ভবন' গড়ে তোলা হয়েছে। তার নিচতলায় রয়েছে অধ্যাপক ইয়াকুব উন্মুক্ত পাঠকক্ষ। এখানে খবরের কাগজ পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। দোতলায় রেফারেন্স বিভাগ। তিনতলায় বই ও পত্র-পত্রিকা সংরক্ষণ বিভাগ।

লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখা যায়, পত্রিকা পড়ার জন্য প্রায় ১০০ জনের ব্যবস্থা থাকলেও মাত্র কয়েকজন পত্রিকা পড়ছে। রেফারেন্স বিভাগে কয়েকজন পাঠক বিভিন্ন ধরনের বই পড়ছে। লাইবেরিয়ান আবু জাহিদ জানান, বর্তমানে পত্র-পত্রিকার পাঠকের সংখ্যাই বেশি। প্রতিদিন গড়ে ৩০০ জন পাঠক খবরের কাগজ পড়তে আসে। বই পড়তে আসে গড়ে ৫০ জন।

আবু জাহিদ ৩৫ বছর যশোর পাবলিক লাইব্রেরিতে চাকরি করছেন। তিনি জানান, মোবাইল ফোন, টিভি ও সামাজিক অস্থিরতার কারণে বইয়ের পাঠক কমে গেছে। এখন দিনে ৫০ জন বই পড়তে আসছে। কিন্তু আশি ও নব্বইয়ের দশকে প্রতিদিন গড়ে ২০০ জন বই পড়তে আসত। এখনকার পাঠকদের মধ্যে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাই বেশি। পাঠ্যপুস্তকের সহায়ক বই আর চাকরি পাওয়ার জন্য যেসব বই-পুস্তক কাজে লাগে পাঠকরা সেগুলোই বেশি পড়ে। লাইব্রেরির বই ইস্যু বিভাগে সহকারী লাইব্রেরিয়ান হিসেবে ১৯৭২ সাল থেকে দায়িত্ব পালন করছেন আব্বাস উদ্দিন। তিনি বলেন, 'আমার সেকশনে বর্তমানে ১০০ জনের মতো পাঠক আসছে। আগে এই পাঠকের সংখ্যা ছিল দ্বিগুণ।'

যশোর এমএম কলেজের শিক্ষার্থী মিজানুর রহমান নিয়মিত লাইব্রেরিতে আসেন। তিনি বললেন, 'পাঠ্যপুস্তকের দাম বেশি, সহায়ক বইয়েরও প্রয়োজন। এগুলো লাইব্রেরিতে নেই বললেই চলে। আমরা এসব বই পড়ার জন্যই আসি।'

সালমা খাতুন নামের আরেক পাঠক বলেন, 'আমি নিয়মিত গল্প-উপন্যাস পড়ি। লাইব্রেরিতে আধুনিক লেখকদের বই খুব কম রয়েছে। নতুন নতুন লেখকের বইয়ের সমাগম ঘটালে পাঠকের সংখ্যা বাড়বে।' এ ব্যাপারে যশোর ইনস্টিটিউটের সাধারণ সম্পাদক শেখ রবিউল আলম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'একদিক দিয়ে ফেসবুক ও ইন্টারনেটই কাল হয়েছে। ঘাড় নিচু করে মোবাইল ফোন নিয়ে অনেকেই বসে থাকছে। তারা বইমুখী হচ্ছে না। আমরা পাঠকদের মতামত নিয়ে নতুন বই কেনার উদ্যোগ নিয়েছি। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চিঠি দিয়েছি। আমরা মনে করছি এতে সুফল পাওয়া যাবে।'